

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ মোতাবেক ০৮ নভেম্বর, ২০২০

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩ কার্তিক, ১৪২৭ মোতাবেক ০৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে
উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৬/২০২০

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০
সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন)
আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১১৪৪৯)

মূল্য : টাকা ৮.০০

২। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।—নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর “ধারা ৫-এ উল্লিখিত” শব্দগুলি, সংখ্যা এবং চিহ্নের পরিবর্তে “মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৩ ও ৬ এ উল্লিখিত” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর “যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর “যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (গ) উপ-ধারা (৫) এর “দায়ী” শব্দের পরিবর্তে “দায়িত্বপ্রাপ্ত” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে, এবং ধারা ১১ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত অপরাধ আপসযোগ্য হইবে।”।

৫। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

- (ক) উপ-ধারা (১) এর “ধারা ২৫ এর” শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে “ধারা ২৬ এর” শব্দগুলি এবং সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (৭) এর “Children Act, 1974 (XXXIX of 1974)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে “শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

- (ক) উপান্বটীকার “অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা” শব্দগুলির পরিবর্তে “অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) উপ-ধারা (১) এর “অপরাধের শিকার ব্যক্তির” শব্দগুলির পরিবর্তে “অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ২০০০ সনের ৮ নং আইনে নতুন ধারা ৩২ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“৩২ক। অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ডিঅস্ক্রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা।—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ধারা ৩২ এর অধীন মেডিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, ডিঅস্ক্রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী ডিঅস্ক্রাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা করিতে হইবে।”।

৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২০ (২০২০ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন—

- (ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
- (খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

নারী ও শিশু ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে “নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০” (২০০০ সনের ৮ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের প্রাগ্রসরমান ধারা আজ বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও প্রংশসিত। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উর্ধ্বগামী পরিক্রমণের মধ্যে, দেশে নারী ও শিশু ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ সংঘটন, সামাজিক গতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব রাখাসহ সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। এইরূপ হীন অপরাধ দমনে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে দণ্ডারোপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ—সময় ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় অত্যাৱশ্যক।

এই প্রেক্ষাপটে “নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০” এর অধিকতর সংশোধনকল্পে এই বিল আনয়ন করা হইল।

ফজিলাতুন নেসা
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।